Aslaf Academy

লেকচার ৮ : নবুওত প্রাপ্তির প্রাক্কাল ও নবী মুহাম্মদ ﷺ ।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৮ : নবুওত প্রাপ্তির প্রাক্কাল ও নবী মুহাম্মদ ﷺ ।

নবুওতপ্রাপ্তির প্রাক্কালে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -

নবীজীর বয়স যখন চল্লিশ, তখন তাঁর বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা মক্কার সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। এবং খাবার ও পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে থাকলেন।

পুরো রমজান নবীজী হেরা গুহায় আল্লাহ তাআলার ইবাদাত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। নবীজীর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার কুদরতি ব্যবস্থাপনা ও তারবিয়তের একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচির জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যার ভাগ্যে নবুওতের মতো এক মহান আসমানি নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে ধন্য করবেন, তাঁর জন্য এটাও জরুরি যে, তিনি সমাজ-জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন-যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের চেষ্টাও করবেন। ....

আল্লাহ তাআলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বব্যবস্থার সবচেয়ে মর্যাদাশীল রাসুল হিসেবে নির্বাচন করতে চাইলেন, তখন নবুয়ত প্রদানের প্রাক্কালে তাঁর জন্য এক মাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন, যাতে তিনি গভীর ধ্যানে থেকেই ওহির জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণায় মগ্ন হতেন, যাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসামাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।

এক কালে নবি হবেন যে মুহাম্মদ, তিনি এভাবেই অদৃশ্যের নানা ইশারা-ইঙ্গিতের ছাপ রেখে রেখে এভাবেই এগিয়ে গিয়েছেন নবুওত ও রিসালাতের মতো এক বিশ্বব্যাপৃত গুরুভার দায়িত্বের দিকে...

মুহাম্মদ সা: এর নবুওতপ্রাপ্তি -

এভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকলো, তখন নবুওতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো। লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিলো। তিনি যখনই কোনো স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মতো সুস্পষ্টরূপে; এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় আরো ছয় মাস। এরপর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন; আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে কুরআনুল কারিমের কয়েকটি আয়াতে কারিমা নাজিল করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওতের মহান মর্যাদা-প্রদানে ভূষিত করেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট এসে বললেন, 'তুমি পড়ো।' তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস নেই আমার।' তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়ো।' তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই।' তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

অর্থ : সেই প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো সেই প্রভুর নামে, যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু। [1]

[1] সুরা আলাক:১-৫, আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৬

তারপর ওহির আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গেলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও হৃদয়ের স্পন্দন কমে গেলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোনো ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'[2]

নবুওতপ্রাপ্তির পর অস্থিরতা ও ওয়ারাকা নওফেলের সাক্ষাৎ -

নবুওত—এটা নৈসর্গিক নূর বা আসমানি দীপ্তির মতো এমন এক আলোকরশ্মি ছিল, যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে, জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে থাকে। এমন মহান দায়িত্ব পেয়ে নবীজী কিছুটা অস্থিরচিত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবীজীকে ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা বিন নওফেল ছিলেন খাদিজার চাচাতো ভাই। জাহেলি যুগে ওয়ারাকা খৃস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরানিভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। একসময় তিনি ইবরানি ভাষায় কিতাব লিখতেন। নবীজী যখন ধ্যানস্থ অবস্থায় হেরা গুহায় জিবরাঈলের দেখা পেলেন। এবং ওহিপ্রদানকালে আপাত ভীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে স্ত্রী খাদিজার কাছে এসে নিজের ভয় ও অস্থিরতা প্রকাশ করলেন, তখন খাদিজার সব শুনে এই চাচাতো ভাই ওয়ারাকার

[2] সহিহুল বুখারি, হাদিস: ১

কথাই মনে হলো। তিনি নবীজিকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই; এবং তিনি মনে মনে স্থির করলেন, নবীজীকে নিয়ে তিনি ওয়ারাকার কাছে যাবেন।

খাদিজা নবী মুহাম্মদকে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কী যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।'

ওয়ারাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলো তো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হেরা গুহায় যেভাবে যা ঘটেছিলো সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

বিস্তারিত সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহবল কণ্ঠে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই মানুষ, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের নিকটেও আগমন করেছিলেন...

তারপর বলতে থাকলেন, 'হায় হায়, যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম-অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে, সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম; তাহলে আপনার সহযোগী হতাম...'

ওয়ারাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছেন?—ওরা আমাকে আমার দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?'

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে।' তিনি আরও বললেন 'শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তবাহক কোনো সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তখনই তার স্বগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে।' তিনি আরও বললেন, 'মনে রাখুন, আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করবো।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যুমুখে পতিত হন। [3]

[3] সহিহ বুখারী, হাদিস: ৩-৪

শিক্ষণীয় বিষয় -

আজকের আলোচনায় দুইটা বিষয় লক্ষণীয়।

১. নবীজিকে নবুওয়ত প্রদানের প্রক্রিয়া।

২. ইসলামে পাঠের গুরুত্ব

নবীজিকে আল্লাহ তায়ালা চাইলেই স্বাভাবিক অবস্থায় নবুওয়ত দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেননি। বরং তাকে আত্মিক পরিচর্যার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে এরপর নবুওয়ত দিয়েছেন। অনেক কারণ আছে এটার। উল্লেখযোগ্য হলো, বড় কিছু দেয়ার আগে আল্লাহ সবসময় বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নেন। তাঁর মাঝে এই বোধ জাগ্রত করান যে, পৃথিবীতে সবকিছু সহজে পাওয়া যায় না। বড় কিছুর জন্য নিজের আকুলতা প্রকাশ করতে হয়। নবিজিকে দিয়ে আল্লাহ তা-ই করিয়েছেন উম্মাহকে এই ম্যাসেজ দেয়ার জন্য। এর মাধ্যমে ইসলামে বা বিশেষত আধম্যাতিক জগতে ধ্যানমগ্নতার যে গুরুত্ব, তাও স্পষ্ট হয়। তবে, নবিজির এই যে হেরায় দীর্ঘ অবস্থান। এটা কোনভাবেই 'বৈরাগ্যবাদ' নয়। কারণ, তিনি এখানে সবকিছু ছেড়ে চলে গিয়েছেন এমন নয়। বরং তিনি মাঝেমধ্যে ঘরেও ফিরতেন কিংবা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাও তার কাছে যেতেন।

আরেকটা ম্যাসেজ ছিল- পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে। যা বর্তমানে আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। অথচ, আল্লাহর প্রথম আদেশ 'পড়ো'। নবি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটা থেকে আমরা যদি পাঠের অভ্যাসটা গড়তে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সফল হয়ে ওঠবে। আল্লাহ কবুল করুন, আমিন।